[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উক্ত সভায় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন ১ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ বাবুল হোসেন, ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ জিনারুল ইসলাম, ৩ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আশরাফুল ইসলাম, ৪ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃআনারুল ইসলাম, ৫নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ ফারুক হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ হুছাইন মোহাম্মদ, ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আজমাইন হোসেন, ৮ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ কাবের আলী, ৯ নং ওয়ার্ডের মেম্বর মোঃ আনারুল ইসলাম, ১,২,৩ নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বর মোছাঃ ফরিদা পারভীন, ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বর মোছাঃ জোসনা খাতুন, ৭,৮,৯ এর মহিলা মেম্বর আরিফা খাতুন এছাড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ সহ শিক্ষক, সুশীল সমাজ।

এ সময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা বলেন সার্বজনীন পেনশন স্কীম চালু করেছেন এ দেশের সকল শ্রেনী পেশার মানুষের জন্য। আগে আমরা শুনে এসেছি সুধু মাত্র সরকারী চাকরি জীবিরাই পেনশন পাই। কিন্তু এবার এদেশের সকল মানুষ যেন এই পেনশনের আওতায় পড়ে সে জন্য বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখন সকলেই পেনশনের আওতায় আসবে। এখন আর বয়স্ক হলে ছেলে ও ছেলের বৌয়ের হাতে মার খেয়ে জীবন পার করা লাগবে না। এই সরকার পেনশনের ব্যাবস্থা করে শেষ বয়সের শান্তিতে বেচে থাকার নিশ্চয়ইতা করে দিয়েছেন।

সার্বজনীন পেনশন স্কীমে ৫ টি স্কীমে পেনশন প্রদান করা হবে ১ প্রবাসীদের জন্য, সরক্ষা অর্থাৎ স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যাক্তি,প্রগতি অর্থাৎ বেসরকারি চাকরিজীবি, সমতা অর্থাৎ অতিদরিদ্র ব্যাক্তি, প্রত্যয় অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত চাকুরী জীবিদের জন্য বিশেষায়িত স্কীম। এই সার্বজনীন স্কীমের আওতায় পেনশন পাবেন ১৫০০ টাকা হতে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এই পেনশন কর্মসূচি তে যুক্ত হতে পারবেন ১৮ বছর হতে ৫০ বছর বয়সী যে কেউ। এই চাঁদা বন্ধ হবে ৬০ বছর বয়সে।নিয়মিতচাঁদা দিতে হবে ১০ বছর পর্যন্ত। আগে মারা গেলে নমিনী পাবেন এককালীন সুবিধা ও জমা টাকায় মিলবে ৫০% ঋণ। এবং মাসিক পেনশন শুরু হবে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত। তাই আমি আমার ইউনিয়নের সকল শ্রেনী পেশার মানুষ কে এই সুবিধার আওতায় আসার জন্য অনুরোধ জানাবো যেন সকলেই এই সেবা টি উপভোগ করতে পারে।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফারুকের জনসংযোগ

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন গ্রামে নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ ও জনসংযোগ করেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফারুক হোসেন।

আজ বিকেল ৫ টার সময় কাথুলী ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড সহগলপুর থেকে আসন্ন ৬ষ্ঠ বারের মত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে ফারুক হোসেন জনগনের সাথে গনসংযোগ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর নবীর উদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মহাদ্দেস আলী, শামীম হোসেন সহ ছাত্রলীগ, যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

এ সময় সহগলপুর গ্রাম থেকে জনসংযোগ শুরু কাথুলী ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের জনগনের সাথে সাক্ষাৎ করার কথা জানিয়ে যাত্রা শুরু করেন।

ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফারুক হোসেন জানান, আমি পেশায় একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা থেকে টাকা উপার্জন করে যতটুকু পেরেছি মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। ছোট বেলা থেকেই মানবিক কাজে এগিয়ে যেতে পছন্দ করতাম সেই সুবাদে মানুষের পাশে থাকার জন্য আমি আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হয়েছি। যাতে করে মানুষের পাশে থাকার জন্য এই দায়িত্ব আমাকে দায়বদ্ধতায় পরিনত করে।আগামী তে জনগন আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে আমি জনগনের সাথে এবং পাশে থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই।

কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের উদ্যোগে উন্নয়নের ডিজিটাল প্রচারণ ও গ্রাম শান্তি সভা

কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের উদ্যোগে উন্নয়নের ডিজিটাল প্রচারণ ও গ্রাম শান্তি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যা ৭ সময় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন ১৫ মিনিটের ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান রেজার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক ওয়াসীম সাজ্জাদ লিখন,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাধারন সম্পাদক স্বাধীন আলী। কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সকল ওয়ার্ড সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক বৃন্দ।উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার জিনারুল ইসলাম ও ইউনিয়ন কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, ইউ পি সদস্য আনারুল ইসলাম, বাবলু হোসেন,সাবেক ইউ পি সদস্য হারুনর রশীদ কৃষক লীগ নেতা মিজারুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, বিশারত আলী ও, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সহ সভাপতি শাহীন আলম, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতি পলাশ আহম্মেদ, সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বৃন্দ তাদের বক্তব্যে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কে কেন্দ্র করে প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরে জনগনের কাছে শেখ হাসিনার জন্য নৌকা মার্কায় ভোট চেয়ে গাড়াবাড়ীয়া বাজারে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন। সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে চাউল না দিয়ে কার্ড ছিড়ে দিলেন ডিলার

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের সিমা খাতুন নামের এক উপকার ভোগীর সরকারী খাদ্যবন্ধব কর্মসুচির কার্ডে চাউল না দিয়ে কার্ড ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে কর্মসুচীর ডিলার আব্দুস সবুর ইলিয়াসের বিরুদ্ধে। গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার সময় খাদ্যবান্ধব কর্মসুচীর কার্ডে চাউল উত্তোলনের সময় কার্ড ছিড়ে ফেলার ঘটনা ঘটে। পরে ছেড়া কার্ডের টুকরোগুলোও সযত্নে গুছিয়ে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফেরেন অসহায় নারী সিমা খাতুন।

সিমা খাতুন গাংনী উপজেলার কাথুী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত মাহাবুলের স্ত্রী।

সিমা খাতুনের অভিযোগে জানাগেছে, আমার স্বামী একমাত্র উপার্জনের ভরসা ছিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে কোন রকমে সংসার চলতো। এর মধ্যে অসুস্থতার কারনে আমার স্বামী মারা যায়। বিষয়টি জেনে কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আমাকে খাদ্যবান্ধব কর্মসুচির একটি কার্ড করে দেন। সেই কার্ডেও চাউল নিয়ে কোন রকমে আমার ছেলে মেয়েদের খাবার জোগায়।

খাদ্যবান্ধব কর্মসুচীর কাথুলী ইউনিয়নের ডিলার গাড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুস সবুর ইলিয়াস ইউনিয়নের ৩২৯জন সুবধাভোগীদের কার্ডের মাধ্যমে ১৫ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রি শুরু করেন। প্রথম থেকেই ডিলার ইলিয়াস কার্ডধারীদের চাউলে ওজনে কম দিয়ে আসছেন।ইলিয়াসের চাউল মাপার কাজ করেন সিমা খাতুনের ছেলে মারুফ হোসেন। বুধবার চাউল ওজনের সময় মারুফ প্রচন্ড গরমে হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে সে বাড়ি চলে যায়।

এসময় ইলিয়াস তাকে ডাকতে গেলে অসুস্থ্য এই মুহুর্তে চাউল ওজনের কাজ করতে পারবেনা বলে জানায় মারুফ। সে সময় মারুফের মা সিমা খুতন তার কার্ডে চাউল নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মারুফ চাউল ওজনের কাজ করবে না এমন ক্ষোভে সিমা খাতুনের হাত থেকে কার্ড কেড়ে নিয়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয় ডিলার ইলিয়াস হোসেন। ছেড়া কার্ডের টুকরো গুলো কুড়িয়ে আচলে ◌ঁ◌েবধে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি যান সিমা খাতুন। ডিলার ইলিয়াসের চাউল বিতরণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিক

মারুফ জানায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত সে ইলিয়াসের শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। প্রতিমাসে চাউল বিতরনের সময় ৩০ কেজি চাউলে এক কেজি থেকে ৮০০ গ্রাম চাউল ওজনে কম দেন উপকারভোগীদের। ডিলার ইলিয়াস এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ ভয়ে মুখ খোলেনা বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এবিষয়ে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে মৌখিক আবেদন করেন ভুক্তভোগী সিমা খাতুন।

ডিলার আব্দুস সবুর ইলিয়াস অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,এমন কোন ঘটনায় ঘটেনি। সিমার ছেলে আমার গোডাউনে চাউল ওজনের কাজ করে। সে হঠাৎ কাজ করবেনা বলে চলে যায়। এদিকে আমার ইউনিয়নের ৩২৯জন কার্ডধারী সুবিধাভোগী মানুষ এসে লাইনে দাঁড়িয়ে গরমে কষ্ট করছেন। চাইল না দিতে পারলে তিন শতাধিক মানুষ কষ্ট পাবে এমন ভেবে মারুফকে বার বার অনুরোধ করি। তবুও সে কাজে আসেনি। িএ নয়ে একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, বর্তমান জনবান্ধব সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে দুস্থ অসহায় মানুষকে খাদ্য সহায়তা করে চলেছেন। এটি বিশ্বব্যাপী সরকারের সফলতা। আর এই কার্যক্রমকে যদি কোন ডিলার বাধাগ্রস্থ কেও তার বিরুদ্ধে লাইসেন্স বাতিলসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থঅ নেয়া হবে। তিনি আরও জানান, ঘটনাটি আমি শূনেছি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার আমার কাছে সিমা খাতুনকে পাঠিয়েছিলেন। আমি এ বিষয় নিয়ে পরিষদে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবো।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ইশরাত জাহান জানান, ডিলার যদি কোন উপকার ভোগীর কার্ড ছিড়ে ফেলে সেটি কঠিন অপরাধ। বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখে ডিলঅরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু জানান, সিমা খাতুন নামের একজন নারী আমার কাছে এসে ডিলারের বিরুদ্ধে কার্ড ছিড়ে দেয়ার অভিযোগ করেছেন। আমি তাৎক্ষণিক স্থানীয় চেয়ারম্যান সাহেবকে বিষয়টি তদন্ত করে লিখিত প্রতিবেদন দিতে বলেছি। প্রতিবেদন পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়নে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণ তহবিল থেকে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার কাথুলী ইউনিয়নের ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলার মাঠে শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শাহিদুজ্জামান খোকন এমপি।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ১নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলজার হোসেন,সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান, ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, সহ এক নম্বর কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামলীগের সকল সভাপতি এবং সেক্রেটারিবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন কাথুলী ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য বৃন্দ।

এসময় মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন তুলে ধরে অসহায় দুস্ত মানুষের মাঝে ৬০০ টি কম্বল বিতরণ করেন।

কাথুলী ইউনিয়নের মেম্বর আবু হানিফ আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের ২নং ওয়ার্ড সদস্য গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা আবু হানিফ (৪৮) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ সোমবার কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি গত শনিবার ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে পরিবারের সদস্য তাকে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেলর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে কুষ্টিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

আবু হানিফ গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে। তিনি কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য ও গাড়াবাড়ীয়া অন্তিম শান্তি নিবাস কবর স্থানের উন্নয়ন কাজের সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ৩ মেয়েসেহ অসংখ্যা গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

তার এ অকাল মৃত্যুতে কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানাসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ শোক ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা মরহুমের পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে জানাযা শেষে গ্রাম্য কবরস্থানে দাফন করা হবে।

গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণপুর ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভোট গ্রহনের মধ্যে দিয়ে আংশিক কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি পদে দুজন প্রার্থী হওয়ায় গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম,জেলা কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ ও গাংনী পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইমরান হাবিবকে নির্বাচন কমিশনার ঘোষনা করে তাদের তত্বাবধায়নে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে গোপনে ভোট গ্রহন করা হয়।